প্রথম আলো

তারিখ 9 MAY 2009
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৫

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে পদোন্নতিতে অনিয়ম

উম্মে উমামা, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় ●

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে চারজন শিক্ষকের অধ্যাপক পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। সিন্ডিকেটের ১৩৪তম ইলেকট্রনিকস অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং (ইসিই) ডিসিপ্লিনের ইশরাত কাদির ও গণিত ডিসিপ্লিনের মাহমুদ আলম এবং ১৩৫তম সভায় অ্যাগ্রোটেকনোলজি ডিসিপ্লিনের রেজাউল ইসলাম ও ব্যবসায় প্রশাসন ডিসিপ্লিনের মামুনুর রশিদকে অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি দেওয়া হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সিলেকশন বোর্ডে ইশরাত কাদির ও মাহমুদ আলমের ক্ষেত্রে দুজন করে বিশেষজ্ঞ নেতিবাচক মন্তব্য দেন। এ ছাড়া নিয়মানুযায়ী, চাকরিতে মাহমুদ আলমের ১০ বছরও পূরণ হয়নি। তা সত্ত্বেও ওই দুই শিক্ষককে অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি দেওয়ার সুপারিশ করে সিলেকশন বোর্ড। গত বছরের ২২ নভেম্বর সিন্ডিকেটের ১৩৪তম সভায় তা অনুমোদিত হয়।

মাহমুদ আলমের কাছে বিষয়টি জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'আমি জানি না; বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে আমার কী মন্তব্য এসেছিল। এটা একমাত্র উপাচার্য স্যারই বলতে পারবেন।' শিক্ষাছুটিতে থাকায় ইশরাত কাদিরের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি।

২২ মার্চ সিন্ডিকেটের ১৩৫তম সভায় ছয়টি ডিসিপ্লিনের মোট ১২ জনকে অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি দেওয়া হয়। এঁদের মধ্যে অ্যাগ্রোটেকনোলজি ডিসিপ্লিনের রেজাউল ইসলাম ও ব্যবসায় প্রশাসনের মামুনুর রশিদের মতামতপত্র নিয়মানুযায়ী রেজিস্ট্রারের দপ্তর থেকে বিদেশি বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠানোর কথা থাকলেও তা হয়নি। আর রেজাউল ইসলাম নিয়ম-বহির্ভূতভাবে নিজেই দেশীয় বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে হাতে হাতে মতামত নিয়ে আসেন।

রেজাউল ইসলাম বলেন, 'বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে মন্তব্য আসতে অনেক সময় দেড়-দুই বছরও লেগে যায়। তো কেউ যদি নিজ উদ্যোগে তাড়াতাড়ি তাঁর কাজটি সম্পন্ন করতে পারেন, তবে তাতে খারাপ কী? আমার মন্তব্যটা অনেকের তুলনায় অনেক আগে এসেছে, তাই আমার বিরুদ্ধে গুজব রটানো হয়েছে।'

রেজিস্ট্রারের দপ্তর থেকে বিদেশি বিশেষজ্ঞের কাছে মতামত চেয়ে পত্র না পাঠানোয় মামুনুর রশিদ ও রেজাউল ইসলাম বলেন, তাঁরা ব্যাপারটি জানতেন না। মামুনুর রশিদ বলেন, 'রেজিস্ট্রারের দপ্তরের ভুলের কারণে আমার পদোন্নতি বিতর্কিত হয়েছে।'

সিন্ডিকেট সদস্য এবং নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা ডিসিপ্লিনের প্রধান আশরাফুল আলম বলেন, মাহমুদ আলম ও ইশরাত কাদিরের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ মন্তব্য উপাচার্য তাঁদের জানাননি। আগে থেকে জানলে সিন্ডিকেট সভায় প্রতিবাদ করতেন। জানার পর আসলে কিছুই করার ছিল না। রেজিস্ট্রারের দপ্তর ও রেজাউল ইসলামকে সতর্ক করা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, একজন শিক্ষক হাতে হাতে মন্তব্যপত্র রেজিস্ট্রারের দপ্তর থেকে নিতে পারেন না। দোষটা রেজিস্ট্রারের দপ্তরেরও।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার আব্দুল্লাহেল বাকী *প্রথম আলোকে* জানান, বিশেষজ্ঞদের কাছে প্রেরণের জন্য রেজাউল ইসলাম ও মামুনুর রশিদের তিনটি মন্তব্যপত্রেই তিনি স্বাক্ষর করেছেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের চিঠিপত্র বিভাগের কর্মীদের গাফিলতির কারণে সেটি পাঠানো হয়নি। তিনি বিষয়টি জানতেন না। শিক্ষকদের ব্যক্তিগত তদারকিতে বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে মন্তব্য আনার ব্যাপারে তিনি বলেন, মন্তব্য আসে সরাসরি উপাচার্যের কাছে। যদি কোনো শিক্ষক এ কাজটি করেন, তা অবশ্যই অনিয়ম।

উপাচার্য সাইফুদ্দিন শাহ মাহমুদ আলমের ব্যাপারে বলেন, মন্তব্য নেতিবাচক এলে তো বোর্ড বসে না। বিদেশি বিশেষজ্ঞদের কাছে মন্তব্যের জন্য চিঠি না পাঠানোর ব্যাপারে তিনি বলেন, এটা রেজিস্ট্রারের দপ্তরের অক্ষমতা। আসলে পাঠানোর নিয়ম। তবে এটা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার না। হাতে হাতে মন্তব্যপত্র আনার বিষয়টি তিনি জানেন না বলে দাবি করেন।